**A. যর্দন নদী পার হওয়া (যিহোশূয় ৩ অধ্যায়):**

 **পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা**
— ৪০ বছর ধরে মেঘের স্তম্ভই ছিল ইস্রায়েলীয়দের জন্য সংকেত—কখন তাঁবু উঠিয়ে যাত্রা শুরু করতে হবে এবং কোথায় যেতে হবে (গণনা ৯:১৭; ১০:৩৩)।
— এখন সেই সময় এসে গেছে। তারা শিত্তীম থেকে যাত্রা শুরু করে যর্দনের ওপারে তিন দিন অবস্থান করল। তারপর তারা নির্দেশ পেল যে, চুক্তির সিন্দুক অনুসরণ করে প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করতে হবে (যিহোশূয় ৩:১-৩)।
— সিন্দুক অনুসরণ করা মানে ছিল:
(১) ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য (দশ আজ্ঞা পালন),
(২) ঈশ্বরের যত্নের উপর বিশ্বাস রাখা (মান্না ভরা পাত্রের স্মৃতি),
(৩) ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন (আহরণের দণ্ড)।
— কিন্তু এর আগে একটি শর্ত ছিল: তাদের পবিত্র হতে হবে (যিহোশূয় ৩:৫)। এই পবিত্রতা মানে ছিল আচারিকভাবে শুদ্ধ হওয়া (শরীর ও পোশাক ধোয়া), পাপ থেকে বিরত থাকা, এবং ঈশ্বরের আদেশ মানার জন্য প্রস্তুত মনোভাব গ্রহণ করা।

 **ঈশ্বরের আশ্চর্য কর্ম**
— ঈশ্বর “যিনি একাই আশ্চর্য কর্ম করেন” (গীত ৭২:১৮)। তাই আমরা তাঁকেই একমাত্র ঈশ্বর হিসেবে স্বীকার করি (গীত ৮৬:১০); আমরা তাঁর আশ্চর্য কাজগুলি স্মরণ করি (গীত ৭৭:১১); এবং আমরা তাঁর মহৎ কার্য বর্ণনা করি (গীত ৯৬:৩)।
— যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব বা অতিশয় কঠিন নয় (যিরমিয় ৩২:১৭; লূক ১:৩৭)। তাই আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, তিনিও আমাদের জীবনে আশ্চর্য কাজ করতে পারেন (গীত ১০৭:৮)।
— যর্দন নদী পার হওয়া ছিল ঈশ্বরের এক আশ্চর্য কাজ, যা ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে নির্দেশ করে আরেকটি মহান আশ্চর্যের দিকে—স্বর্গীয় কনান দেশে প্রবেশ (জাখারিয় ৮:৬-৮)।

**B. স্মরণ ও বিস্মরণ (যিহোশূয় ৪ অধ্যায়):**

 **স্মরণের চিহ্নসমূহ**
— বাইবেলে "চিহ্ন" বা "সংকেত" শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে: একটি অলৌকিক কাজ (১ রাজাবলি ১৩:৩); কোনো কিছুর প্রতীক (আদিপুস্তক ৯:১৩); সতর্কবার্তার চিহ্ন (যাত্রাপুস্তক ১২:১৩); পার্থক্যের চিহ্ন (যিহিষ্কেল ২০:২০); অথবা স্মারক (আদিপুস্তক ২৮:১৮)।
— যিহোশূয় যে যর্দন থেকে ১২টি পাথর তুলে স্থাপন করেছিলেন, তা ছিল শেষোক্ত অর্থে—একটি **স্মারক**।
— কিন্তু শুধু স্মৃতি রক্ষাই নয়—ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী ছিল এই পাথরগুলো স্থাপন করতে বলার পেছনে? (যিহোশূয় ৪:৬-৭)।
— ঈশ্বর চেয়েছিলেন যাতে পরবর্তী প্রজন্ম জানে তিনি কী করেছেন। তাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক। পিতামাতার দায়িত্ব ছিল এই জ্ঞান সন্তানদের কাছে পৌঁছে দেওয়া (ব্যবস্থা ৪:৯)। এই জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যেককে নিজের বিশ্বাসে জীবনযাপন করতে হবে।

 **ভুলে যাওয়ার বিপদ**
— গিলগালে ১২টি স্মারক পাথর স্থাপন করে যিহোশূয় দুটি বিষয় জোর দিয়ে স্মরণ করিয়েছিলেন (যিহোশূয় ৪:২৩):
(১) ঈশ্বর আমাদের সামনে লোহিত সাগর শুকিয়ে দিয়েছিলেন (যিহোশূয়, ক্যালেব, এবং মিশর থেকে বেরিয়ে আসা পুরোনো প্রজন্মের কয়েকজন জীবিত ব্যক্তি)।
(২) ঈশ্বর তোমাদের সামনে যর্দন নদী শুকিয়ে দিয়েছেন (যারা মরুভূমিতে জন্মেছিল, সেই নতুন প্রজন্ম যারা কনান জয় করতে যাচ্ছিল)।
— নতুন প্রজন্মও তাদের পূর্বপুরুষদের মতোই ভুলে যাওয়ার ঝুঁকিতে ছিল—ঈশ্বরের মহৎ কাজ ভুলে যাওয়া। দুর্ভাগ্যবশত, তারা ভুলে গিয়েছিল, এবং তার ফলও ভোগ করেছিল (বিচারক ৩:৭-৮)।
— তাই কতটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা সর্বদা স্মরণে রাখি ঈশ্বর কীভাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের যত্ন নিয়েছেন, এবং সেই মুহূর্তগুলো যখন আমরা নিজের চোখে তাঁর শক্তিশালী হাত কাজ করতে দেখেছি!

**C. যর্দন নদীর মাইলফলকসমূহ**

— লোহিত সাগর ও যর্দন নদী পার হওয়া—এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা মুক্তির ইতিহাসে দুটি মহান মাইলফলক হিসেবে জড়িত (গীত ৬৬:৬; গীত ১১৪)। এগুলো একসাথে আমাদের পাপ থেকে মুক্তি ও অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার নির্দেশ করে।
— যর্দন নদী অলৌকিকভাবে পার হয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করা ছিল এলিয়ার জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতা (২ রাজাবলি ২:১, ৭, ৮, ১১)।
— এলিশার জন্য, একই ঘটনাটি ছিল পবিত্র আত্মা গ্রহণের প্রতীক, যা তাকে তার দায়িত্ব পালন করতে শক্তি দিয়েছিল (২ রাজাবলি ২:১৪-১৫)।
— যীশু যখন যর্দনের জলে প্রবেশ করেছিলেন, তখনও একই ঘটনা ঘটেছিল—তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হলেন, যাতে তিনি তাঁর মিশন পূর্ণ করতে পারেন: আমাদের পাপ থেকে মুক্তি দিয়ে অনন্ত জীবন দান করা (মার্ক ১:৯-১১; যোহন ১:২৯; ৩:১৬)।